হযরত ইসার জীবনী অনুশীলন কোর্স

তৃতীয় খন্ড

হযরত ইসার ক্ষমতা

পাঠ-১

হায়াত বা আয়ু সম্বন্ধে

লূক ৭:১২-১৭

"যখন তিনি নগরের সদর দরজার কাছে গেলেন। তখন লোকেরা একটি মৃতদেহ বহন করিয়া বাহিরে নিয়া যাইতেছিল সে তাহার বিধবা মায়ের একমাত্র পুত্র ছিল। নগরের অনেক লোক তাহার সঙ্গে ছিল। তাহাকে দেখিয়া হুজুর তাহার প্রতি দয়ালু হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন, "কাঁদিও না।" পরে কাছে গিয়া খাট ছুঁইলেন, আর বাহকেরা দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন, "হে যুবক, তোমাকে বলিতেছি, উঠ।" তাহাতে সেই মৃত লোকটি উঠিয়া বসিল এবং কথা বলিতে লাগিল। পরে ইসা তাহাকে তাহার মায়ের কাছে ফিরিয়া দিলেন। তখন সকলে ভয় পাইল এবং আল্লাহর গৌরব করিয়া বলিতে লাগিল, "আমাদের মধ্যে একজন মহান নবী উপস্থিত হইয়াছেন, আর আল্লাহ তাঁহার লোকদিগকে হেফাজত করিয়াছেন।" পরে সমস্ত ইহুদিয়া এবং চারিদিকের সমস্ত জায়গায় তাহার এই কাজের কথা ছড়াইয়া পড়িল।

(ইউহোন্না ১১:৩৮-৪৪)

"তখন ইসা পুনরায় অন্তরে অস্থির হইয়া কবরের কাছে আসিলেন। সেই কবর ছিল একটা গুহা এবং উহার মুখে একটি পাথর ছিল। ইসা বলিলেন, "তোমরা পাথরটি সরাইয়া ফেল।" মৃত লোকের বোন মার্থা তাহাকে বলিলেন, "হুজুর, এখন উহাতে দুর্গন্ধ হইয়াছে, কারণ আজ চারদিন হইল সে মারা গিয়াছে।" ইসা তাহাকে বলিলেন, "আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, যদি বিশ্বাস কর, তাহা হইলে আল্লাহর মহিমা দেখিতে পাইবে?" তখন তাহারা পাথরটি সরাইয়া ফেলিল। পরে ইসা উপরের দিকে চোখ তুলিয়া বলিলেন, "পিতা, তোমার শুকরিয়া আদায় করি যে, তুমি আমার কথা শুনিয়াছ। আমি জানিতাম, তুমি সবসময়ে আমার কথা শুনিয়া থাক, কিন্তু এই লোকগুলি চারি দিকে দাঁড়াইয়া আছে, ইহাদের জন্য এই কথা বলিলাম, যেন ইহারা ইমান আনে যে, তুমিই আমাকে পাঠাইয়াছ।" ইহা বলিয়া তিনি চিৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "লাসার, বাহিরে আস।" তাহাতে সেই মৃত লোক বাহিরে আসিলেন, তাহার পা ও হাত কাফনের কাপড়ে বাঁধা ছিল এবং মুখ গামছায় বাঁধা ছিল। ইসা তাহাদিগকে বলিলেন "ইহার বাধন খুলিয়া দাও ও যাইতে দাও।"

ব্যাখ্যা:

আমাদের সমাজে ধর্মীয়ভাবে প্রচলিত আছে যে, হায়াত, মৌত, রিজিক ও দৌলত আল্লাহর হাতে। আমরা কিতাবের যে দুইটি অংশ পাঠ করলাম, তাতে দেখা যায় হযরত ইসা হায়াত বা আয়ু বাড়িয়ে দেয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত ছিলেন। হযরত ইসা দুইজন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে তুলেছিলেন।

প্রথমত একজন বিধবা মহিলার একমাত্র পুত্র মৃত্যুবরণ করেছিল। লোকেরা মৃতদেহ বহন করে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলো। অনেক লোক মৃতকে সৎকার করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলো। বিধবা মহিলা তার একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলো। হযরত ইসা তাকে বললেন, "কাঁদিও না।" তারপর হযরত ইসা মৃতদেহ বহনকারী খাটটি ছুঁইলেন এবং যুবক ছেলেটিকে বললেন, "হে যুবক, তোমাকে বলিতেছি উঠ।"

সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি উঠে বসলো। লোকেরা আশ্চর্য হয়ে হযরত ইসাকে একজন মহান নবী বলে সম্বোধন করলো আরও বললো যে, আল্লাহ তাঁর লোকদের হেফাজত করেছেন। এতে বুঝা যায় হায়াতের উপর আল্লাহর যে ক্ষমতা; হযরত ইসা তার অধিকারী ছিলেন। হযরত ইসা যে মৃতকে জীবিত করেছেন সেই সংবাদ সমস্ত ইহুদিয়া এবং চারদিকের সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিলো। হযরত ইসা মৃতকে জীবিত করেছেন অর্থাৎ তিনি মৃত ব্যক্তির হায়াত বা আয়ু বৃদ্ধি করেছেন, যা কেবল একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ার। সেই ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন হযরত ইসা।

দ্বিতীয় ঘটনাটিতে একজন মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করা হয়েছিলো। হযরত ইসা মমতা-বশত যখন কবরের পাথরটি সরাতে বললেন তখন মৃত ব্যক্তির বোন বললো যে, চারদিন আগে লোকটি মারা গেছে। তাই নিশ্চয়ই লাশটি পঁচে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়েছে। হযরত ইসা বললেন- "যদি বিশ্বাস কর, তাহা হইলে আল্লাহর মহিমা দেখিতে পাইবে।"

হযরত ইসার উপরের দিকে চোখ তুলিয়া আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে বললেন- "তুমি আমার কথা শুনিয়াছ। আমি জানিতাম, তুমি সব সময় আমার কথা শুনিয়া থাক।"

এখানে চিন্তা করার বিষয় হলো- হযরত ইসার সাথে আল্লাহর কতটা গভীর সম্পর্ক থাকলে এমন কথা বলতে পারেন। তিনি আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে আরও বললেন যে, লোকেরা যেনো ইমান আনে, আল্লাহই তাকে পাঠিয়েছেন। তারপর তিনি মৃত লোকটিকে নাম ধরে ডাকলেন এবং মৃত লোকটি জীবিত হয়ে কবর থেকে বের হয়ে এলো। এতে স্পষ্ট বুঝা গেলো যে, হায়াত বা আয়ু দেয়ার ক্ষমতা হযরত ইসার আছে।

প্রশ্নাবলী:

১. হযরত ইসা আল্লাহর এখতিয়ারভূক্ত হায়াতের কি ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন?

---

২. হযরত ইসার বক্তব্য অনুযায়ী কি করলে আল্লাহর মহিমা দেখতে পাওয়া যায়?

---

৩. হযরত ইসা যে মৃতকে জীবিত করেছেন, তাতে তাকে কে পাঠিয়েছেন বলে আপনার বিশ্বাস?

---

৪. হযরত ইসা একজনকে মরার দিনই জীবিত করেছেন। আরেকজন ৪দিন পূর্বে মারা গিয়েছিলো তাকেও জীবিত করেছেন। হযরত ইসা যে জীবন ফিরিয়ে দিতে পারেন, এতে আপনার মতামত কী?

---

৫. বিধবা মহিলার ছেলেকে জীবিত করার পরে উপস্থিত লোকজনের প্রতিক্রিয়া কি ছিলো?

হযরত ইসার জীবনী অনুশীলন কোর্স

তৃতীয় খন্ড

হযরত ইসার ক্ষমতা

পাঠ-২

মউত বা মৃত্যু সম্বন্ধে:

ম্যাথিও ২১:১৮-১৯

"সকালে শহরে ফিরিয়া যাইবার সময়ে তাহার ক্ষুধা পাইল। পথের পাশে একটি ডুমুর গাছ দেখিয়া তিনি উহার নিকটে গেলেন কিন্তু উহাতে পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি গাছটিকে বলিলেন, "আর কখনও তোমাতে ফল না ধরুক।" আর তখনই সেই ডুমুর গাছটা শুকাইয়া গেল।"

ব্যাখ্যা:

আবার আমরা স্মরণ করি যে, হায়াত, রিজিক, দৌলত ও মউত আল্লাহর হাতে এবং এ পর্যন্ত আমরা জেনেছি- হায়াত, রিজিক ও দৌলত হযরত ইসা আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত একজন।
এখন আমরা এই পাঠে আলোচনা করবো মউত বা মৃত্যু সম্বন্ধে। হযরত ইসা বায়তুল মোকাদ্দসে অনেক মোজেজা কাজ করেছিলেন, ফলে শিশুরা এবং আরও অনেকে তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। তাছাড়া তিনি এবাদত খানাকে ব্যবসার কেন্দ্র বানাতে প্রতিবাদ করেছিলেন। বায়তুল মোকাদ্দসের পেশ ইমামগণ ও মুফতিগণ তাঁর উপর খুব ক্ষিপ্ত হলেন (ম্যাথিও ২১:১৪-১৫)। তারা যে হযরত ইসার প্রতি প্রশংসা করেছিলেন, পেশ ইমামগণ ও মুফতিগণ তাদের ধার্মীকতার অহংকারের কারণে সহ্য করতে পারেনি।

পরে হযরত ইসা নগরের বাইরে বেথানিয়ায় চলে গেলেন। রাস্তার পাশে একটি ডুমুর গাছ ছিলো। তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন বলে ক্ষুধা নিবারণের জন্য ডুমুর গাছের দিকে তাকালেন। কিন্তু গাছটিতে পাতা ছাড়া কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন তিনি গাছটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন-
"আর কখনও তোমাতে ফল না ধরুক" আর তখনই সেই ডুমুর গাছটি শুকাইয়া গেলো (আয়াত ১৯)।"

আমরা জানি গাছেরও জীবন আছে। গাছ খাদ্য নিজে প্রস্তুত করে খেতে পারে, গাছেরও অসুখ হয় বা অঙ্গহানি ঘটে, আবার গাছ মারাও যায় অর্থাৎ গাছ প্রাণ শক্তি সম্পন্ন। কেবল গাছ চলাফেরা করে

না। যাহোক, এমন আশ্চর্যমূলক অলৌকিক ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী হয়ে রইলেন তাঁর নিকটতম কয়েকজন শাগরেদ বা সাহাবী। যারা তাঁর আহবানে সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন।

প্রশ্নাবলী:

১. হযরত ইসা বেথানিয়ায় চলে যাওয়ার আগে তিনি বায়তুল মোকাদ্দসে কি কি মোজেজা কাজ করেছিলেন?

---

২. বায়তুল মোকাদ্দসের পেশ ইমামগণ ও মুফতিগণ হযরত ইসার উপর ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন কেন?

---

৩. গাছের যে জীবন আছে তার কয়েকটি লক্ষণ উল্লেখ করুন।

আসলে হযরত ইসা এই ঘটনা দ্বারা দেখালেন যে, মউত বা মৃত্যুর উপর তাঁর ক্ষমতা আছে। যে কয়জন সাহাবী বা শাগরেদ হযরত ইসার সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন, তাদের মধ্যে আবার কয়েকজন এসব লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাদের মধ্যে বিশেষ একজন ছিলেন সিবদিয়ের পুত্র ইয়াকুবের ভাই ইউহোন্না। হযরত ইসা এই ইয়াকুব ও ইউহোন্না দুই ভাইকেও তাকে অনুসরণ করার জন্য এবং মাছ ধরা ছেড়ে দিয়ে মানুষ ধরার জন্য আহবান করেছিলেন। তারা তৎক্ষণাত সবকিছু ছেড়ে দিয়ে হযরত ইসার পিছনে ছুটে গিয়েছিলেন। ইঞ্জিল শরীফের ২৭নং সিপারা জাহেরী কালামের ১:১৮ আয়াত মোতাবেক হযরত ইসা সম্বন্ধে ইউহোন্নার উপর ওহী নাজিল হয়েছিলো-

“আমি মৃত্যুবরণ করিয়াছিলাম, এখন দেখ, আমি যুগযুগ ধরিয়া চিরকাল জিন্দা আছি, আর মৃত্যু ও কবরের চাবি আমার হাতে আছে।”

তাহলে বুঝা গেল- মউত বা মৃত্যুর উপরও হযরত ইসা ক্ষমতা রাখেন। পরিশেষে বলা যায় যে, হযরত ইসা হায়াত, রিজিক, দৌলত ও মউতের উপর আল্লাহ কৃর্তক ক্ষমতা প্রাপ্ত ছিলেন।

প্রশ্নাবলী:

১. হযরত ইসা কাকে কাকে মাছ ধরা ছেড়ে মানুষ ধরার জন্য আহবান করেছিলেন বলে আপনার মনে পড়ে?

---

২. ইয়াকুবের ভাই ইউহোন্নার প্রতি কি ওহী নাজিল হয়েছিলো?

---

৩. আপনি কি মনে করেন হায়াত, রিজিক, দৌলত ও মউতের উপর হযরত ইসার ক্ষমতা আছে?

---

৪. যদি তাঁর এমন ক্ষমতা থেকে থাকে তাহলে তাঁর প্রতি আমাদের কেমন সাড়া দেয়া দরকার?

হযরত ইসার জীবনী অনুশীলন কোর্স

তৃতীয় খন্ড

হযরত ইসার ক্ষমতা

পাঠ-৩

রিজিক, আহার বা ভরনপোষণ সম্বন্ধে

ম্যাথিও ১৫:১৩-২১, ৩২-৩৯

"তিনি বলিলেন, "আমার রাব্বুল জান্নাত যে চারাগাছগুলি রোপন করেন নাই, সেইগুলি উপড়াইয়া তুলিয়া ফেলা হইবে। তাহাদের কথা ছাড়িয়া দাও, উহারা অন্ধ পথ প্রদর্শক, যদি অন্ধ অন্ধকে পথ দেখায়, তাহা হইলে উভয়েই গর্তে পড়িবে।" পিতর তাহাকে বলিলেন, "এই মেসালটি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিন।" তিনি বলিলেন, "তোমরাও কি এখন পর্যন্ত অবুঝ রহিয়াছ? ইহা কি বুঝ না যে, যাহা কিছু মুখের ভিতরে যায়, তাহা পেটে যায়, পরে বাহির হইয়া যায়, কিন্তু যাহা মুখ হইতে বাহির হয়, তাহা অন্তর হইতে আসে, আর তাহাই মানুষকে নাপাক করে। কারণ অন্তর হইতে কুচিন্তা, নরহত্যা, জেনা, বেশ্যাগমন, চুরি, মিথ্যাসাক্ষ্য ও নিন্দা আসে। এইগুলিই মানুষকে নাপাক করে, কিন্তু হাত না ধুইয়া খাইলে মানুষ তাহাতে নাপাক হয় না।" পরে ইসা সেই জায়গা হইতে রওনা হইয়া টায়ার ও সিদোন প্রদেশে চলিয়া গেলেন।"

"ইসা তখন তাহার সাহাবীদিগকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "এই লোকগুলির জন্য আমার মমতা হইতেছে, কারণ ইহারা আজ তিন দিন যাবত আমার সঙ্গে রহিয়াছে এবং ইহাদের খাওয়ার জন্য কিছুই নাই, আমি ইহাদিগকে না খাওয়াইয়া বিদায় দিতে চাই না, হয়ত বা তাহারা পথে যাইতে যাইতে অজ্ঞান হইয়া পড়িবে।" সাহাবীরা তাহাকে বলিলেন, "এই নির্জন স্থানে আমরা কোথায় এত রুটি পাইবো যে, এত লোককে পেট ভরাইতে পারি?" ইসা তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের কাছে কয়টি রুটি আছে?" তাহারা বলিলেন, "সাতটি, আর কয়েকটি ছোট মাছ।" তখন তিনি লোকগুলিকে মাটিতে বসিতে হুকুম করিলেন। পরে তিনি সেই সাতটি রুটি ও সেই মাছ কয়টি লইলেন, শুকরিয়া জানাইয়া রুটি ছিড়িলেন এবং সাহাবীদিগকে দিলেন, সাহাবীরা লোকদিগকে দিলেন। তখন সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল এবং যে গুঁড়াগাঁড়াগুলি অবশিষ্ট রহিল, তাহাতে সাত ঝুড়ি পূর্ণ হইল। যাহারা আহার করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মহিলা ও শিশু ছাড়া চার হাজার পুরুষ ছিল। পরে তিনি লোকদিগকে বিদায় দিয়া নৌকায় উঠিয়া মগ্দনের অঞ্চলে হাজির হইলেন।"

ব্যাখ্যা:

মানুষের রিজিক আল্লাহর হাতে- এ কথাটি সর্বজনবিদিত। গত একটি পাঠে আমরা হায়াত সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। সেখানে আলোচিত বিষয় ছিলো এবং আমরা জানতে পেরেছি যে, হযরত ইসা হায়াত বা আয়ু বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রাপ্ত ছিলেন। তিনি মৃত মানুষকে জীবিত করেছিলেন। আমরা যে কোন ধর্মের মতানুসারে জানি – হায়াত, মৌত, রিজিক ও দৌলত আল্লাহর হাতে। কিন্তু গত একটি পাঠে জেনেছি, হযরত ইসা হায়াত বা আয়ু বৃদ্ধি করতে সক্ষম।

এই পাঠে আমরা রিজিক সম্বন্ধে পড়বো। রিজিক হলো আহার বা ভরনপোষণ, যা আল্লাহর এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে। আহার বা খাদ্য মানুষের জন্য প্রয়োজন হয়, দুই রকম ভাবে- দৈহিক ও রূহানিক। ম্যাথিও ১৫: ১৩-২১ আয়াতের আলোচনায় কিছুটা অনুভব করা যায়। মানুষ যে খাবার-দাবার খায় তা পেটে যায়, পরে সেসব পেট থেকে বের হয়ে আসে। সে সব মানুষকে নাপাক করে না। কিন্তু মানুষের ভেতর থেকে যা বের হয়, সে সবই মানুষকে নাপাক করে থাকে। কারণ, সেগুলো মানুষের অন্তর থেকে বের হয়ে আসে। যত রকম কুচিন্তা, নরহত্যা, জেনা, বেশ্যাগমন, চুরি, মিথ্যাসাক্ষ্য ও নিন্দার জন্ম হয় মানুষের অন্তরে। তবে আমাদের দৈহিক ও রূহানিক বা আত্মিক এই দুই ধরনের আহারের প্রয়োজন আছে, যাতে আমরা উভয় ক্ষেত্রেই নিরাপদ ও সু-স্বাস্থে থাকি।

প্রশ্নাবলী:

১. রিজিক অর্থ কি? রিজিক কার এখতিয়ার ভূক্ত?

---

২. মানুষের জন্য কয় ধরণের খাদ্য আছে?

---

৩. কোন আহারের কি কাজ?

---

৪. রূহানিক খাদ্যের ফলাফল কি কি? এইগুলো কিভাবে ভেতরে গিয়েছিলো বলে আপনি মনে করেন?

এখন বিশেষভাবে দৈহিক খাবার-দাবারের বিষয়ে পাঠ করবো। ম্যাথিও ১৫:৩২-৩৯ আয়াত অনুযায়ী গালীলি সাগরের তীরে হযরত ইসা একটি পাহাড়ে বসে শিক্ষা দিতেছিলেন। এখানে অনেক লোক তাঁর শিক্ষা শুনছিলো এবং অনেক অসুস্থ লোক সুস্থ হচ্ছিলো। এই লোকেরা তিন দিন যাবত হযরত ইসার সাথে ছিলো এবং খুবই ক্ষুধার্ত ছিলো। তাদেরকে বিদায় দেয়ার সময় তাদের প্রতি তিনি মমতাপোষণ করলেন এবং খাওয়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এটা হযরত ইসার স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ।

ম্যাথিও ৬:২৫-২৬ আয়াতে তিনি বলেছেন, "এইজন্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, 'কি খাইব, কি পান করিব' বলিয়া জীবনের জন্য কিংবা কি পরিব বলিয়া দেহের জন্য চিন্তা করিও না, খাদ্য হইতে জীবন ও পোশাক হইতে দেহ কি বড় বিষয় নয়? আকাশের পাখিদের কথা ভাবতো, তাহারা বুনেও না, কাটেও না, গোলাঘরে গুদামজাতও করে না, তাহার পরও তোমাদের রাব্বুল জান্নাত উহাদিগকে খাবার দিয়া থাকেন, তোমরা কি উহাদের চাইতেও বেশি মূল্যবান নও?"

এই পাঠে দেখা যায় তাঁর সেই আশ্বাস বাণী তাঁর দ্বারাই বাস্তবায়িত হলো। হযরত ইসা যখন লোকদেরকে খাবার খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন তখন লোকেরা বললো যে, তাদের কাছে সবাইকে খাওয়ানোর মতো এতো খাবার নেই। তাছাড়া জায়গাটি লোকালয় থেকে দূরে নির্জন জায়গা হওয়ার কারণে খাবার জোগাড় করা ছিলো অসম্ভব! তাদের সাথে ছিলো মাত্র সাতটি রুটি ও কয়েকটি মাছ। এগুলো দ্বারা সবাইকে তৃপ্ত করা অসম্ভব এবং অপ্রতুল। হযরত ইসার সিদ্ধান্তটি ছিলো বিস্ময়কর। তিনি তাঁর সাহাবীদের হুকুম দিলেন সবাইকে বসানোর জন্য এবং হযরত ইসা রুটি ও মাছ নিয়ে

আল্লাহকে শুকরিয়া দিলেন। রুটি ছিঁড়ে লোকদের মাঝে বিতরণের জন্য সাহাবীদের দিলেন এবং সাহাবীগণ হাতে হাতে পরিবেশন বা বিতরণ করতে লাগলেন। সম্ভবত তারা মাটি বা ঘাসের উপর সারি সারি হয়ে বসেছিলো। যেমন- আমাদের গ্রামীন এলাকায় ওরশ শরীফ বা ধর্মীয় ভোজ সভায় শিন্নি বা তবারক বিতরণ করা হয়। সেখানে মহিলা ও শিশু ব্যতিত চার হাজার ক্ষুধার্ত পুরুষ ছিলো। আল যবুর পুস্তকের ১৪৫:১৫ আয়াতের প্রতিফলন-
"সকলের চোখ তোমার দিকে চাহিয়া আছে, তুমিই যথাসময়ে তাহাদিগকে রিজিক দিয়া থাক।"

উপবিষ্ট সমস্ত লোক হযরত ইসা প্রদত্ত মাছ ও রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হলো। তাছাড়া অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া যা রইলো তা দিয়ে সাতটি ঝুড়ি পূর্ণ হলো। এখানে আমাদের জন্য একটি শিক্ষা হলো, যতটুকু ভালো বা মন্দ আহার পাই, তার জন্য আল্লাহকে শুকরিয়া দিলে তাতে বরকত লাভ হয়। কিন্তু হযরত ইসার শুকরিয়া দেয়া ও আমাদের শুকরিয়া দেয়ার ফলে যে বরকত লাভ হয় তার মধ্যে পার্থক্য আছে। আমরা ততটা নিশ্চিত হতে পারি না, তিনি যতটা নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন। আমরা পাওয়ার জন্য বলি আর হযরত ইসা দেয়ার জন্য আল্লাহকে বলেছেন। আমরা গ্রহিতা তিনি দাতা। পরিশেষে বলা যায়, হযরত ইসা এই পাঠের বিস্ময়কর ঘটনা দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি রিজিক বা ভরনপোষণের ব্যবস্থা করতে সক্ষম।

প্রশ্নাবলী:

১. হযরত ইসা কোথায় বসে কি করছিলেন?

---

২. হযরত ইসা খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে মানুষদের কি আশ্বাস দিয়েছিলেন?

---

৩. তিনি কয়টি মাছ ও কয়টি রুটি দিয়ে কতজন লোককে খাইয়ে ছিলেন?

---

৪. খাবার বা রিজিকের জন্য আল্লাহর প্রতি আমাদের কি জানানো উচিত।

---

৫. হযরত ইসাকে কি রিজিকের মালিক বলা যায়?

হযরত ইসার জীবনী অনুশীলন কোর্স

তৃতীয় খন্ড

হযরত ইসার ক্ষমতা

পাঠ-৪

ধন দৌলত বা টাকা পয়সা সম্বন্ধে

ম্যাথিও ১৭:২৪-২৭

"পরে তাহারা কফরনাহুমে আসিলে, টোল আদায়কারীগণ পিতরের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের হুজুর কি করেন টোল দেন না?" তিনি উত্তর দিলেন, "তিনি দেন।" পরে তিনি ঘরের ভিতরে আসিলে ইসা আগেই তাহাকে বলিলেন, "সিমাউন, তুমি কি মনে কর? দুনিয়ার রাজারা কাহাদের নিকট হইতে কর বা রাজস্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন? তাহার সন্তানদের হইতে, না অন্য লোক হইতে?" পিতর বলিলেল, "অন্য লোক হইতে।" তখন ইসা তাহাকে বলিলেন, "তাহা হইলে সন্তানেরা স্বাধীন। তবুও আমরা যেন তাহাদিগকে অপমানিত না করি, এইজন্য তুমি হ্রদে গিয়া বড়শী ফেল, তাহাতে প্রথম যে মাছিটি উঠিবে, ঐ মাছটি ধরিয়া ইহার মুখ খুলিলে একটি মুদ্রা পাইবে, ঐ মুদ্রাটি নিয়া আমার এবং তোমার পক্ষে তাহাদিগকে দাও।"

ব্যাখ্যা:

পূর্বে আমরা জেনেছি যে, হায়াত ও রিজিক দাতা হিসেবে হযরত ইসা আল্লাহর তরফ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মনোনিত একজন। এখন আমরা এই পাঠে ধন-দৌলত বা টাকা পয়সা সম্বন্ধে হযরত ইসার ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করবো।

হযরত ইসার শাগরেদগণ যখন গালিলীতে শুনেছিলেন যে, তাদের গুরু বা হুজুরকে ধরে নিয়ে বিচার করে হত্যা করা হবে, তখন তারা মনে কষ্ট নিয়ে কফরনাহুমে চলে গিয়ে জড়ো হলেন। সেখানে শাসনকর্তার পক্ষে টোল বা ট্যাক্স আদায়কারীগণ এসে পিতরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তাদের হুজুর ট্যাক্স বা রাজস্ব দেন কি না। পিতর বলেছিলেন, তিনি দেন। তারপরে হযরত ইসা যেই ঘরে ছিলেন, সেই ঘরে পিতর প্রবেশ করার সাথে সাথে আশ্চর্যজনকভাবে হযরত ইসা আগেই বলে ফেললেন-

"সিমাউন তুমি কি মনে কর? দুনিয়ার রাজারা কাহাদের নিকট হইতে কর বা রাজস্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাদের সন্তানদের না অন্য লোক হইতে?" পিতর বলিলেন, অন্য লোক হইতে।" তখন হযরত ইসা তাহাকে বলিলেন, তাহা হইলে সন্তানেরা স্বাধীন।" (আয়াত ২৫-২৬ আয়াত)

উল্লেখিত উদ্বৃতি থেকে বুঝা গেলো যে, দুনিয়ার শাসনকর্তারা তাদের সন্তানদের কাছ থেকে রাজস্ব বা ট্যাক্স নেন না। তাই যারা ইমানের দ্বারা আল্লাহর সন্তানের অধিকার লাভ করেছেন তারা স্বাধীন। হযরত ইসা বুঝাতে চেয়েছেন যে, দুনিয়ার লোকেরা যেমন ট্যাক্স দেয়, তারাও অর্থাৎ তাঁর শাগরেদরাও ট্যাক্স দিতে থাকুক। এটা সমাজ বা দেশের আইনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ মাত্র। যেনো ইমানদারা দেশে বা সমাজের শাসনকর্তার জন্য বিঘ্ন সৃষ্টিকারী না হয়। তবে চূড়ান্তভাবে ইমানদারা এই দুনিয়ার নয়।

প্রশ্নাবলী:

১. পূর্ব পাঠ অনুযায়ী হায়াত ও রিজিকদাতা হিসেবে হযরত ইসা সম্বন্ধে আপানার মন্তব্য কি?

---

২. টোল বা রাজস্ব সম্পর্কে আপনি কি বুঝেন?

---

৩. হযরত ইসা শাসনকর্তাদের প্রতি টোল বা ট্যাক্স দেয়া সম্পর্কে কি শিক্ষা দিলেন?

তিনি পিতরকে পরামর্শ দিলেন, টোল বা ট্যাক্স আদায়কারীদের যেনো অপমান করা না হয়। আসলেই যে কোনো দেশে নির্ধারিত রাজস্ব বা ট্যাক্স দেয়া উচিত। কেবলমাত্র হযরত ইসা ব্যতিক্রম। তাছাড়া সম্ভবত তাদের নিকট কোনো টাকা পয়সা ছিলো না, তারা তখন কপর্দক শূণ্য ছিলেন।

“তারপর হযরত ইসা হ্রদে গিয়ে বড়শী ফেলতে বললেন, বড়শীতে প্রথম যে মাছটি উঠবে, সেই মাছটির মুখ খুললে একটি মুদ্রা পাওয়া যাবে এবং ওই মুদ্রাটি তাদের পক্ষে ট্যাক্স দিতে বললেন।

সম্ভবত তখনকার মুদ্রাটি ছিলো প্রচীন গ্রীক রৌপ্য মুদ্রা, যা বর্তমানে গ্রীসে প্রচলিত মুদ্রার সমমানের। যাহোক, এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যা দেখা যায় না তা হযরত ইসা দেখতে পেয়েছিলেন। এমন অলৌকিক ঘটনা কেবল আল্লাহর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।"

এখানে মেসাল কিতাবের ৮:১৭-১৮ আয়াত উল্লেখ করা শ্রেয় মনে হয়-
"যাহারা আমাকে ভালবাসে, যাহারা সযত্নে তালাশ করে, তাহারা আমাকে পায়। আমার কাছে রহিয়াছে ধন ও সম্মান, স্থায়ী সম্পদ ও সমৃদ্ধি।"

প্রশ্নাবলী:

১. হযরত ইসা পিতরকে কি পরামর্শ দিলেন?

---

২. হযরত ইসার শাগরেদদের কাছে কত টাকা বা মুদ্রা ছিলো বলে আপনি মনে করেন?

---

৩. হযরত ইসা যে মুদ্রা প্রাপ্তির অলৌকিক ঘটনা ঘটালেন, তাকি আর কারো পক্ষে সম্ভব?

---

৪. আমাদেরকে ধন-দৌলত বৃদ্ধি করতে বা পাওয়ার ক্ষেত্রে কি করা উচিত বলে আপনার মনে হয়?